সম্পর্ক

প্রতিম বসু

অনেক ভেবে দেখেছি, সম্পর্ক জিনিসটা বাইসাইকেলের সিটের মতো। ওই এক চিলতে ঠেকনা। আরাম করে বসার যো নেই হয়তো, কিন্তু লম্বা পথ পাড়ি দেওয়া যায়। ক্রিং ক্রিং। কুসংসর্গটা একটু জটিল। সিট আছে দেখেই চড়েছিলেন। কিন্তু প্যাডেল দাবিয়ে বুঝলেন মোক্ষম সময়ে খসে গিয়েছে। মোক্ষম বুঝলেন। আমি তো এইরকম বুঝে বুঝেই বড় হয়ে গেলাম। 'দেখো আমি বাড়ছি মাম্মি!'

আমার বন্ধু নাড়ু এ রকম বুঝেছিল। আনোয়ার শাহ্ রোডে, নবীনা সিনেমায় 'ব্লু লেগুন' এসেছে। ইউনিভার্সিটি থেকে দল বেঁধে দেখতে গিয়েছি। একটু ইয়ে সিন আছে বলে শোনা, তাই টানটা বেশি।

হলে গিয়ে দেখা গেল টিকিটের চাহিদাও বেশি। রমরমিয়ে ব্ল্যাক হচ্ছে। দশ কা তিশ। তখন অমন হত। আমাদের মুখ শুকনো। হস্টেলের মেসে একবেলার খাবারের দাম পাঁচ থেকে আট টাকা। ইউনিভার্সিটির মাইনে মাসে ষোলো টাকা। দু'টাকায় দিব্যি টিফিন হয়ে যায়। গ্লোবে ড্রেস সার্কল পনেরো। 'তিশ'টা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?

নাড়ু ডে-স্কলার, ওপাড়াতেই বাড়ি। সে অভয় দিল, 'কিচ্ছু ভাবিস না, চেনা ব্ল্যাকার। ' লিডার হওয়ার শখ নাড়ুর বহুদিনের। আমরা যখন হস্টেলে দাদাদের কাছ থেকে এক-আধ কাপ বিয়ার প্রসাদ পেতাম, নাড়ু নাকি রোজ বাড়ি ফিরে হুইস্কি খেত। ও তো তাই বলত।

কিন্তু পাড়ার ব্ল্যাকারের বোধহয় অতটা জানা ছিল না। নাড়ু বচ্চনের মতো এগিয়ে গেল। আমরা লং-শটে দেখছি, ব্ল্যাকার টিকিট বেচছে। হেব্বি বাজার। এবার এক ফ্রেমে দু'জন। ব্ল্যাকার হাসল। নাড়ু খুব রেলা নিয়ে কী যেন বোঝাচ্ছে। তারপরেই নাড়ু ফ্রেমের বাইরে। ব্ল্যাকার ঠাটিয়ে চড় মেরেছে। আমরা জাম্প দিয়ে, কাট।

নাড়ুটা বোকা। কিন্তু আমাদের মতো চালাকদের আরও মুশকিল। এক ছোকরা একবার খুব ধরে পড়ল। গরিবের ছেলে। নাম নন্দ। আমার বউ ঠেলে, গুঁতিয়ে তাকে গ্র্যাজুয়েট বানিয়েছে। কিন্তু তাতে তো আর পেট ভরবে না। বাবা সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করেন। মা অসুস্থ। নন্দের আর্তি, 'কাকু, রোজগারের একটা উপায় না হলে আত্মহত্যা করতে হবে।'

আত্মহত্যা যাতে না করতে হয়, সে ব্যবস্থা করা গেল। আমার এক বন্ধু সবে ব্যবসা শুরু করেছে। সেখানেই নন্দের গতি হল। পিওনের কাজ। গ্রাহকদের নানা জিনিস বাড়ি দিয়ে এবং নিয়ে আসতে হয়। কিছুদিনের মধ্যেই তার 'কাজের ছেলে' হিসেবে নামও হল। বন্ধু খুশি। আমিও। সেই ছেলে সময় পেলে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসে। টিপ-টিপ করে প্রণাম করে। কাকু-কাকিমা বলতে অজ্ঞান।

বেশ কয়েক বছর আগে, একদিন আমতা আমতা করে নন্দ কিছু টাকা ধার চাইল। একটা জমি কিনে নিজের বাড়ি বানাবে। ঠিক চেয়েও উঠতে পারেনি। ওর হাজার পঞ্চাশ লাগবে, হাজার সাতেক কম পড়েছে, সেটুকুই বলেছিল। আমিই দৌড়ে গিয়ে এটিএম থেকে টাকা তুলে এনে দিলাম। এতদিন ধরে দেখছি। সৎ ছেলে। বাবা-মাকে ভালো রাখতে চায়। এটুকু করব না কেন?

আমি কিছু বলিনি। নন্দ চোখের জল মুছে জানিয়ে গেল, এ টাকা সে মাসে মাসে শোধ দেবে। আমিও জানতাম ও দেবে। দেবেই। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেলে, একদিন ও অন্য গরিবের ছেলেকেও দেখবে — যেমন আমরা ভাবি, যেমন ভাবা উচিত।

কিছুদিন পর খেয়াল পড়ল, অনেকদিন নন্দর খবর নেই। আরও কিছুদিন পর বন্ধু জানাল, নন্দ কাজে আসছে না। হঠাৎ উধাও। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, নন্দ বিয়ে করেছে। ঘরজামাই। শ্বশুরের নুঙ্গিতে বাজির কারখানা আছে, অনেক পয়সা। আরও বছরখানেক বাদে খবর এল, নন্দ জেলে। ওর বাবা এখনও অশক্ত শরীরে সিকিউরিটির কাজ করেন। মা মারা গিয়েছেন।

আমার মা এ সব বুঝত, আবার বুঝত না। পূর্ববঙ্গের শিক্ষিত-বড়লোক বাড়ির মেয়ে। ছোটবেলা ঘিরে ছিল আশ্রিত আত্মীয়স্বজন। মা-র মুখে শোনা, রোজ শ'-খানেক পাত পড়ত। দেশভাগের পর আতান্তরে পড়ে আশ্রয় নিতে গেলে সেইসব আত্মীয়ই রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিল। সেটাও মা-র কাছেই জানা। বারবার বলত, 'টাকা না থাকলে, কেউ আপন নয়।'

বলত বটে, কিন্তু মানত কী? ঝড় কেটে যাওয়ার পরে, আমরা যখন ছোট, তারা দুর্গাপুরের কোয়ার্টারে উপস্থিত হত। সোফায় হেলান দিয়ে, দার্জিলিং চায়ে চুমুক দিতে দিতে ফেলে আসা দিনের গল্প শোনাত। কারও পিয়ারলেসের এজেন্সি, কেউ জমি কেনাবে বলে উঠেপড়ে লেগেছে। কারও আবার আরও খারাপ ধান্দা সঞ্চয়িতা চিট-ফান্ড, আশির দশকে বহু মানুষের লোভে-পাপে গচ্চা গিয়েছিল।

বেশ কয়েক বছর আগে, একদিন আমতা আমতা করে নন্দ কিছু টাকা ধার চাইল। একটা জমি কিনে নিজের বাড়ি বানাবে। ঠিক চেয়েও উঠতে পারেনি। ওর হাজার পঞ্চাশ লাগবে, হাজার সাতেক কম পড়েছে, সেটুকুই বলেছিল। আমিই দৌড়ে গিয়ে এটিএম থেকে টাকা তুলে এনে দিলাম। এতদিন ধরে দেখছি। সৎ ছেলে। বাবা-মাকে ভালো রাখতে চায়। এটুকু করব না কেন

আমার বাবারও গিয়েছিল কিছু কিছু। একটা জমি কিনেছিল গরমকালে। বর্ষায় গিয়ে দেখল, বিশাল পুকুর। জমি ভরাটের ব্যবসা তখনও শুরু হয়নি। বাবা রেগেমেগে দলিলটা ফেলে দিয়েছিল। পিয়ারলেসের পলিসিও করেছিল বোধহয় গোটাকয়। সেগুলোও গচ্চা।

তবে মোটের ওপর রুই মাছের পেটি কি কচি পাঁঠার ঝোল, দই, মিষ্টি এ সবের ওপর দিয়েই মিটে যেত। আত্মীয়স্বজন বিদায় নেওয়ার সময়ে, গেটের সামনে থেকে মা বলত, 'আবার এসো কিন্তু।'

সবাই চলে গেলে বাবা গজগজাতো। মা ভয়ে চুপ থাকত। কিন্তু একটা চাপা রিনরিনে খুশিও থাকত। ক'টা টাকার বিনিময়ে টাইম মেশিনে চড়ে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়ার খুশি। ভাঙা স্বপ্নের খুশি। যেখানে বাবা ডাকছে, 'মায়া ঘুম থেকে ওঠো'।

আমি মা-বাবা, কারও মতোই হতে পারিনি। পুরোনোকে আঁকড়ে থাকতে পারি না। অনেক সম্পর্ক ভাঙতে ভাঙতে এসেছি। চলতে গেলেই ভাঙে। ওই চলাটাই আমার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক। সাইকেল, সাইকেলের সিট, সবাই একদিন পুরোনো হয়। নতুন সাইকেল লাগে। আর কি আশ্চর্য নতুন সাইকেল এসেও যায়। চললেই আসবে।

কবিতা

ঝরে যাওয়া পাতার মতো এখানকার ইতিহাস রয়েছে লেখা

গুনগুন
মনোনীতা চক্রবর্তী

তারাখসা বেলায় তুমি আমায় লিখতে বলছ কবিতা?
গাইতে বলছ মুন্নি বেগম?
জল থেকে ভেসে আসছে আশ্চর্য এক উত্থিত দুপুর।
আমার টার্মিনেটের গল্পটা তো সবটা লেখা ছিল
'সিরাজ-সংহারে'।
নাইন এমএম-এর ছিন্নভিন্ন আর মঞ্জরি তুলে দিয়েছি
তোমারই হাতে।
এমনকি আমার অসমাপ্ত হাত-পা দুটোও...
এমন অবেলায় আমায় তুমি আঁকতে বলছ
রুবি-রঙা জন্মের বৃত্তান্ত আর
বুনতে বলছ কনিয়ম ম্যাকুলেটাম!
দেবদারু বনে রেখে-আসা কণ্ঠ,
কী করে গাইবে মুন্নি বেগম অথবা'-দিল কি চোট'
'কিউ তুমনে কিয়া দিল বরবাদ কিয়া'-র
তুমুল মেশামেশির গুনগুন?

ডুয়ার্সের নবজাতক
মানবেন্দ্র দাস

যে শিশুটি মায়ের কোলে ঘুমিয়ে আছে
তাকে জাগিয়ো না — সে স্বপ্ন দেখছে
স্বপ্ন দেখলে একটা মানুষ বড় হয়
তার দেশকে বড় করে তোলে
যে শিশুটি ডুয়ার্সের কোলে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে দাও
সে চোখ মেলে দেখুক
তার চোখের সম্মুখে রয়েছে অপরূপ ডুয়ার্সভূমি
চোখ মেলে না-দেখলে শিশুটি কী করে বুঝবে
পৃথিবীতেও নন্দনকানন আছে
যে কাননের ফুল প্রতিটি আদিবাসী জনজাতির মানুষ
শাল-সেগুন-গামহারের মতো বলিষ্ঠ আর উচ্চশির
ঝরে যাওয়া পাতার মতো এখানকার ইতিহাস রয়েছে লেখা
প্রতিটি বৃক্ষের বল্কলে
প্রতিটি বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায়
পাথরের অমসৃণতায়
গভীর অরণ্যের সুঁড়িপথে
চলো আজ ইতিহাসকে মিলিয়ে দিই বর্তমানে
আর অপ্রেমকে অনির্বচনীয় প্রেমে!

শীত
সুবীর সরকার

আমাদের মাথার উপর একদিন
শিরস্ত্রাণ নেমে আসবে
হাট বাজারে ঢুকে পড়বে অন্যমনস্ক হাইরোড
শিয়রে চাঁদের প্রহার
কুড়োতে থাকি মাঠ মাঠ শীতের
শাক

শান্তিজল
মাধবী দাস

মেঘের চাদর গায়ে
কোথায় গড়িয়ে যায় হাওয়া

সূর্য থেকে ছাড়া পাওয়া ঝড়ের সকালে —
তির্যক বৃষ্টির ফোঁটা চিরে দেয় কচি পাতাদের

কুঞ্জনগরের বেঁটে আলকুশি গাছ
অন্ধকারে বেঁধে রাখে আঁচলের খুঁট

খ্যাপা হাতি ধেয়ে এলে মাদুলির কথা ভুলে গিয়ে
বিন্দু এক জোনাকির মতো
পাতার আড়ালে টেনে নিতে ইচ্ছে করে, তোকে

শান্তিজলে ভেসে যায় দীর্ঘ চৈত্রমাস।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক